মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত
গোস্বামী ঠাকুর

৫৬ বর্ষ ❀ ১২শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আষাঢ়, ১৪২৬ ❀ জুলাই, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪
আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। কৃষ্ণভক্তি করা জীবের স্বাভাবিক গুণ	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে অনায়াসে ভক্তিলাভ	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।	৬
৫। 'রাগমার্গে ভজনকারী সাধকের অভীষ্ট গোপীদেহ লাভ'	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ।	৮
৬। শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	১১
৭। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাতদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ।	১৩
৮। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি	সংগ্রাহক—বিচিত্রাঙ্গী দাসী, কলকাতা।	১৪
৮। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৫
৯। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৭
১০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৬ বর্ষ ❀ ১২শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আষাঢ়, ১৪২৬ ❀ জুলাই, ২০১৯

সারকথা

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ, রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তনকলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—২০।৮-৯)

মহাপ্রভুর উক্তি —

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—২০।২২-২৬)

কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে' মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে—এই বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৩৮-৩৯)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগুরুদেব যে প্রকারে ভগবানের সেবা সতত করেন, আমি তাঁহার আনুগত্যে সেইভাবেই ভগবানের সেবা করিতে চাই। 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে'—এইরূপ ভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাইলে তবে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। শ্রীগুরুদেবের স্নেহসেবা দ্বারাই এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাই কি ভক্তির মূল?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্তি উদয়ের পূর্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই এই সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা। অপ্রাকৃত গুরুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। আদৌ শ্রদ্ধা। 'বহু ধর্ম আছে'—এরূপ অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তি-তর্ক-পথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময় উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাই সর্বপ্রথমে দরকার। শ্রদ্ধা মানে কি? শ্রদ্ধা শব্দে full confidence in the words of Sri Gurudeb. We have no reliance in the words of the worldly persons except my Gurudeb. Bacause every-one is a pretender. এজন্য এজগতের সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা গুরুর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব। নতুবা মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই আমাদের সমস্ত অনর্থ দূর হইবে, আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে, ভগবানের কৃপা ও দর্শন আমরা নিশ্চয়ই পাব।

সাধু-গুরুর নিকটে গেলে ও তাঁদের সঙ্গ করলে আমাদের সকল অসুবিধা দূর হবে, আমাদের শুদ্ধভক্তি লাভ হবে। এজন্য We should have implicit reliance in Sri Gurudeb in order to approach and serve the Absolute Person. Guru will give me the highest good. If perchance we meet a real Guru, then we must be saved and must be able to reach our goal. Guru will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service.

আমি গুরুকে regulate করিব—ইহা নাস্তিকের বিচার, ইহাই গুর্ববজ্ঞা। ইহা সর্বদা পরিত্যাজ্য। জগতের কোন লোকের কথা আমি শুনব না, কিন্তু আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের কথাই শুনিব। অণুচৈতন্য আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিভূচৈতন্যের নিকট যাইব, আমরা অপরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিত্য প্রভুর নিকট যাইব। যদিও শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজেকে ভগবানের নগণ্য সেবক বলেন, তথাপি আমি গুরুকেই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র উপায় ও নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিব, গুরুকে ভগবান ও ভগবৎ-প্রিয়তম জানিয়া তচ্চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করিব। আমাদের যাবতীয় চেষ্টা নিঃস্বার্থভাবে গুরুদেবের সেবাতেই নিযুক্ত করিব। তাহা হইলেই আমাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইবে।

প্রঃ—ভক্তি জিনিষটি কি?

উঃ—ভগবৎসুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তি কৃষ্ণসুখতাৎ-পর্যময়ী, ন তু স্বসুখময়ী। ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি—ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম। আত্মস্বরূপে অন্য কোন ধর্ম নাই। ইতরবৃত্তিসমূহ আত্মার ধর্ম নহে, জীবের স্বরূপের ধর্ম নহে, ঐগুলি বিরূপের ধর্ম, এজন্য তাহা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। এই ভক্তি শোক-মোহ-ভয়াপহা। দ্বিতীয়অভিনিবেশ হতেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভক্তি একাভিনিবেশময়ী, ভগবন্নিষ্ঠাময়ী, কৃষ্ণাভিনিবেশময়ী।

প্রঃ—ভগবান কি জীবের স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন?

উঃ—জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম অণুপরিমাণে আছে। বিভূচৈতন্য ভগবান পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। জীব সৃষ্টবস্তু নহে, জীব নিত্য বস্তু। জীব জড় বস্তু নহে, জীব চেতন বস্তু। জীবের স্বতন্ত্রতা কাহারও প্রদত্ত নহে। চেতন জীবের সত্তাতেই স্বতন্ত্রতা স্বাভাবিকভাবেই আছে। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেই কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতনধর্মের হন্তারক নহেন। ভগবান দয়ার সাগর। তাই তিনি চেতন জীবকে চেতনবৃত্তির সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের কথাগুলি জানিয়ে দেন মাত্র। যিনি সেই সব ভগবদুপদেশ বা শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করে ভগবদ্ভজন করেন—স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁরই মঙ্গল হয়।

প্রঃ—মায়া জিনিষটী কি?

উঃ—মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। যাকে মেপে নেওয়া যায়, তাহাই মায়া। মা—যা মায়া। নহে যাহা, তাহাই মায়া। নশ্বর, অনিত্য বস্তুমাত্রেই মায়া। ভগবান নহে যাহা, তাহাই মায়া। *(ক্রমশঃ)*

কৃষ্ণভক্তি করা জীবের স্বাভাবিক গুণ

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান—মুম্বাই, তাংঃ ১৬-০৯-২০১৪

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে আমার নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আজ শ্রীকাঞ্চন মজুমদার মহাশয়ের বসতবাটীতে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আহূত হয়েছি নিত্য মঙ্গলকর যে হরিকথা তাঁর কিছু শ্রবণ কীর্ত্তন করে আত্মশোধন তথা সকলের উপকারের জন্য।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় যে সমস্ত জ্ঞান আমাদের লাভ হয় সেটা আত্মবিষয়ক জ্ঞান। জগতের জ্ঞানের সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না এবং জ্ঞানীরা জ্ঞান গরিমার বলে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য interest দেখান। ভক্তরা ভজন করার ফলে ভগবানের সুখান্বেষণ বৃত্তিকে Practice করেন যার ফলে ভগবানকে নাগালের মধ্যে আনতে পারেন। এখন, আমরা ভগবানকে ভজন না করলে কি হয়?—ভজন না করলে গোল্লা পেতে হয়। পড়াশুনা না করলে পরীক্ষার খাতায় যেমন Big Zero পেতে হয়। সেরকম আমাদের ভগবানের জন্য সব কিছু দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাঁর সেবা করলে মাধুর্যময় কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যা, কৃষ্ণের name fame এসবের দ্বারা যদি আমরা সাধন করে যাই তাহলে আরও সুবিধা আমাদের। কারণ,

তাতে, কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

কৃষ্ণনাম এত সুন্দর, এত সুন্দর জিনিস জগতে থাকতেও আমাদের কেন মন লাগে না? আমরা কখনো চর্চা করি না, চেষ্টা করি না, চর্চায় আমাদের মন লাগে না। বহুরূপে তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও আমরা তাঁকে বাইরে খুঁজি।

''শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥'' (শিক্ষাষ্টক)

ভগবানের কথার প্রসঙ্গ কেবল মাথা দিয়ে শুনলে হয় না, হৃদয়ে তাকে ধারন করতে হয়, হৃদয়বত্তার গুণে তাঁকে জানতে হবে। কৃষ্ণের নাহিক কোন অপেক্ষা আছে শুধু স্নেহালেশাপেক্ষা।

কৃষ্ণভক্তি করা যে জীবের স্বাভাবিক গুণ। কৃষ্ণকে যদি আদর করে কেউ একটু খাওয়ায়, কেউ যদি আদর করে একটু সেবা করে, প্রশংসা করে বা তাঁর রূপ মাধুর্য, গুণ মাধুর্য বা লীলা মাধুর্য উচ্চৈঃস্বরে গান করে শোনায় ভগবান কিছু না কিছু প্রেমের ভূমিকায় তার থেকে গ্রহণ করে। কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-সম্বন্ধে নিয়ে ভক্তিতে এগোলে এর বিচার আছে। সেইজন্য আমাদের ভক্তির বিচারকে ধরে থাকতে হবে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনি বৃন্দাবনে লীলাবিলাসী ছিলেন, এদিকে তিনি গৌর হয়ে আসলেন এবং গৌর হয়ে এসে তিনি রাধারাণীর মহিমা কৃষ্ণের মহিমা জগতে প্রচার করলেন, জগতে ভগবানকে জানিয়ে দিলেন।

ভগবানকে জানিয়ে দেবার উপায় কি?—ভগবান তারস্বরে শ্রবণ কীর্ত্তনের মাধ্যমে তাঁকে হৃদয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। ভগবানকে মনে রাখার উপায়টা খুব সুন্দর, সবাই ভগবানের দিকে মনটা রাখবার চেষ্টা করলে খুব আনন্দ হয়। মা, ভাই, বোন যারা হরিনাম নিয়েছেন আমাদের থেকে তারা ভাগ্যবতী, এতে কোন সন্দেহ নাই।

''আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥'' (প্রাঃ মঃ)

মহাপ্রভুর এই ভক্তিশ্লোকটি নিয়ে কৃষ্ণভক্তের নাম, কৃষ্ণের নাম এসমস্ত প্রচার করে গোস্বামীগণ সেই ধারায় থেকে আচরণ মুখে কৃষ্ণের সুখকর চেষ্টা করেছেন। মহাপ্রভু বলেছেন—

''পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥''

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬)

যারা বৈষ্ণব ধর্মে আসবেন সহজ সরল ভগবানের নাম সাধন করবেন। নামকে ভজন করলেই সর্বসিদ্ধি হবে, একে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে ভগবানের নাম বদন ভরে গাইলে নিশ্চয়ই প্রেম লাভ হবে। ❑

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে অনায়াসে ভক্তিলাভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—রায়পাড়া, উড়িষ্যা

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে আজ রায়পাড়া অঞ্চল স্থিত বাসেলাই গ্রামে ভক্তগণ সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু কথা শ্রবণ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চিত্রকেতু রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, পুত্রহীনতার দুঃখ তার ছিল। পরে, অঙ্গিরা ঋষির কৃপায় পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে পুনরায় চরম দুঃখ প্রাপ্তি হলো। পরজন্মে চিত্রকেতু রাজা পার্বতীদেবীর অভিশাপে বৃত্রাসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রাসুরের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে বৃত্রাসুর পক্ষীয় সেনাগণ ইন্দ্রের বানবর্ষণ দেখে সব পিছু হটলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে যখন দেখলেন যে আজই তার পরাজয় নিশ্চিত ইন্দ্রের বজ্রে, তখন তিনি ইন্দ্রকে বললেন একটু অপেক্ষা কর, আমি মৃত্যুর পূর্বে ভগবানকে স্তুতি করব। তিনি চারটি শ্লোকে ভগবানের স্তব করেছিলেন, তার মধ্যে একটি—

''মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং,
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ।
তন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥

(ভাঃ ৬।১১।২৭)

হে প্রভু! তোমার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যদি পুনরায় জন্ম হয় এবং নিজ কর্মদোষে আমি যে যে জন্ম ভ্রমণ করি না কেন, তোমার ভক্তসঙ্গে যেন আমার সখ্যতা লাভ হয়। তোমার ভক্তের দর্শন বা সঙ্গ লাভ হয়। তাহলে আমার চরম কল্যাণ হবে, আমি হরিভজন করতে পারব। **কৃষ্ণভক্তের দর্শন তখনই হয় যখন বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করতে করতে জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।**

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥

(দশমূল শিক্ষা ৮)

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ হলে জীবের যে মায়িকদশা তা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। আমরা সংসারে এসে খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘর বানাচ্ছি, সন্তান উৎপাদন করছি, পয়সা উপার্জন করছি—এটাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শাস্ত্র বলছেন—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটা নয়। পশু-পক্ষী, বিড়াল-কুকুর তারাও এভাবেই জীবন অতিবাহিত করে।

''আহার নিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতাম্ পশুভিঃ নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষাং অধিকো বিশেষ
ধর্মেণ হীণাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥''

আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন ক্রিয়া এই চারটি মনুষ্য আর পশু জন্মে Common (একই)। 'ধর্ম হি তেষাম্ অধিকো বিশেষো'—মনুষ্য জন্মের বিশেষতা হলো তার ঈশ্বর সম্বন্ধে বোধ থাকবে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, তাঁকে জানবার জন্য আরাধনা করবার জন্য যত্ন করবে সে। সেটা যদি না হলো মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ। আমাদের ভারতবর্ষের মুনি ঋষি এই শিক্ষাই দিয়ে গেছে—'অথাতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' তোমার মধ্যে এই জিজ্ঞাসা আসে নাই যে তুমি কে, কোথা থেকে এসেছো, কতদিন বাঁচবে, তোমার কর্তব্য কি?

''কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

সাধু দেখলে লোকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করে আমার ছেলেটার পড়াশুনা ভালো হবে কিনা, বিবাহ ভালো হবে কিনা, একটা ছেলে অসুস্থ সে সুস্থ হবে কিনা? এসব সকাম উপাসনা কখনো এসব উচিত নয়।

''ধন-যৌবন-জীবন রাজ্যসুখং
ন হি নিত্যমনুক্ষণ নাশপরম্ ॥''

(গোঃ চঃ ভঃ উঃ)

ধন, যৌবন, জীবন, স্ত্রী পুত্র পরিবার এসব বস্তু নাশশীল, শতচেষ্টা করলেও থাকবে না। তোমার সঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে, এরা ক্ষণস্থায়ী। তাকে রোধ করবার কোন উপায় নাই। তাই শাস্ত্র বলছেন—

''ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতু ভবার্ণব তারণে নৌকা ॥''

'ক্ষণমপি' যদি আমাদের সৎসঙ্গ হয় তাহলে ভব সাগরের ওপারে যাবার রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। সাধু আমার কাছে এসে দেখা দেবে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে কৃপা করবেন। কিন্তু আমাদের যদি গ্রহণ করার বুদ্ধি না থাকে আমি যদি সবসময় স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে মজে থাকি তাহলে মায়া আমাদের মোহজালের অক্টোপাশে বেঁধে রাখবেই। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক কিন্তু পরিনামে দুঃখই দুঃখ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—

ভাল করে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ ॥ (কল্যানকল্পতরু)

এ সংসারে আনন্দ আছে, না হলে এত জীব বেঁচে থাকবে কি করে। কিন্তু মহাজনগণ বললেন দুঃখ মিশ্রিত আনন্দ। কৃষ্ণভক্তির আনন্দ হলো নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ, তার সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত নাই। মাতা পিতা বন্ধু স্বজন সকলেই আমাদের এই সংসারে বদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহ দেবে কিন্তু নিত্য আনন্দ পাবো কি করে, তার পথ দেখাবে না। শাস্ত্র বললেন—

''তব নিজজন পরম বান্ধব
সংসার কারাগারে।
(প্রাঃ মঃ)

এ সংসার-কারাগার থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো সাধুসঙ্গ। সাধুই একমাত্র বন্ধু এই সংসার কারাগারে। শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করেছেন—

''ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

যদি কেউ এ সংসারে উত্তীর্ণ হতে চান তাকে সদগুরু চরণ আশ্রয় করে কৃষ্ণনাম করতে হবে। ''কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর, যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।''

এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥''

আমার দেশে বিধান আছে মৃত্যুর পর শ্মশান যাত্রাকালে 'বলহরি বোল' বা ''রামনাম সত্য হ্যায়' বলে। কিন্তু এখন কেন? সারাজীবন তুমি হরি নাম রামনাম করলে না আর যখন মৃত্যুর পর কানে শুনবে না, চোখে দেখবে না, জিহ্বা কাজ করবে না তখন ভগবানের নাম শুনিয়ে কি লাভ? আমাদের ঋষিমুনিগণ এই ব্যবস্থা দিয়েছেন যে তোমার আপনজন মারা গেল হরিবোল করে করে যাচ্ছ, তোমার একদিন এই দশা হবে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার শ্বাস চালু আছে, কর্মক্ষমতা আছে, বলবার শক্তি আছে ততক্ষণ হরিনাম, কৃষ্ণনাম বলো। সেটাই সত্য আর সব মিথ্যা, শাস্ত্রে এরকম বিধান দেওয়া আছে।

কৃষ্ণনাম পারক হৈয়া দেয় প্রেমধন।''

শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—কৃষ্ণনাম কলিযুগের যুগধর্ম, নামপ্রভু আমাদের সংসার সমুদ্র থেকে মুক্তি দিতে পারে। সদ্‌গুরুর নিকটে গেলে এ নাম কর্ণে প্রবেশ করবে, জিহ্বা উচ্চারণ করবে ঐ নামই নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে।

এই নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে,
(মধুর এই হরিনাম)
এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।

অজামিল তার কনিষ্ঠ পুত্র 'নারায়ণকে' ডেকেছিল, তার নামাভাস হলো এবং বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করল। 'জিহ্বা থাকিতে নর না লয় কৃষ্ণ নাম'। আমরা মনুষ্য জন্ম পেয়ে খাওয়া দাওয়া স্ত্রীপুত্রের কথা বলে জিহ্বাকে দূষিত করছি মাত্র।

''এ নাম বলতে বলতে ব্রজে চল রে
ভক্তিবিনোদ বলে ॥''

আর মহাপ্রভু বললেন—''কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই।'' শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল উপাখ্যানে শ্রীনামের মহিমা কীর্ত্তন করা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন সাতদিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁর মৃত্যু। শমীক ঋষির পুত্র তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। রাজা জানতে পেরে চিন্তায় পড়ে গেলেন, গঙ্গাতীরে বসে চিন্তা করছেন কি ভাবে সদ্‌গতি লাভ হবে। ভগবদ্ ইচ্ছায় সেখানে শুকদেব গোস্বামী আসেন। তিনি রাজাকে বললেন তুমি অনাদি নিধন হরির কথা শ্রবণ কর, মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। শুকদেব গোস্বামী সাতদিন রাজাকে হরিকথা কীর্ত্তন করে শোনান। 'যাগ যজ্ঞ বিফলং, হরের্নামৈব কেবলম্।' কলিযুগে কৃষ্ণনামেই উদ্ধার। কৃষ্ণনাম-রূপ গুণের কথা শুনতে শুনতে যখন সাতদিন সমাপ্ত হলো পরীক্ষিৎ মহারাজ 'কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি' বলে উঠলেন। রাজা বললেন

যে তৃষ্ণার জন্য আমি বাধ্য হয়ে মুনির গলায় মৃত সাপ জড়িয়ে দিয়েছিলাম, সাতদিন হলো কিন্তু সেই তৃষ্ণা আমি আজ পর্যন্ত আমার কোনও অসুবিধা করেনি কারণ ভগবানের কথামৃত পান করে আমার সব তৃষ্ণা চলে গেল, আমি কৃতার্থ হলাম। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারছি যে আমার মৃত্যু নাই, আত্মা কখনো মরে না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ (গীতা ২।২০)

এই আত্মা ঈশ্বরের অংশ। আমাদের পুত্র মরে গেলে আমরা হায়! হায়! করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছেলেটা মরল না তার পুনর্জন্ম হলো। আমরা কেন হায় হায়! করছি। এগুলি মায়া-মোহ যে জন্য আমাদের থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—'কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্'—ভাঃ ৮।১৬।১৯, এসব মোহ বন্ধনের কারণ। জীব ঈশ্বর অংশ, শুদ্ধ সনাতন, আনন্দের অংশ এবং তার স্থান আনন্দলোক। আমি তাঁকে ভুলে মায়ার মধ্যে পড়ে সাজা পাচ্ছি। ভাগবত বলছেন, যদি এই কষ্ট থেকে উদ্ধার পেতে ইচ্ছা হয় তবে কৃষ্ণকথা শোনো, কৃষ্ণ ভক্তের কাছে যাও তাকে প্রণাম করো তার সঙ্গে সখ্যতা করো। 'তন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেদ্-স্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ' বৃত্রাসুর বললেন, হে ভগবান এ সংসারে দেহাসক্তি, গেহাসক্তি, স্ত্রীআসক্তি যাদের আছে তাদের সঙ্গে যেন কখনো আমার বন্ধুত্ব না হয়, এই প্রার্থনা। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করলে অনায়াসে ভক্তিলাভ, সংসার সমুদ্র পার হয়ে যাব। জীবনে নিত্য আনন্দ লাভ হবে।

বেদ, ভাগবত, পুরাণ জীবকে আনন্দ দেবার জন্য, মায়ামোহ ছিন্ন করার জন্য, কষ্টের নিদান করবার জন্য সৃষ্ট হয়েছেন। কলেজের degree নিতে হলে যেমন Professor এর কাছে গিয়ে পাঠ নিতে হবে তেমনি ঈশ্বরকে জানতে হলে তত্ত্ববেত্তা গুরুর কাছে যেতে হয়। তাঁর সেবা করলে তিনি কৃপা করে আমাকে সেই ভগবদ্জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দান করবেন। গীতায় বলছেন—

''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥''
(গীঃ ৪।৩৪)

সেই সাধুর উপদেশে তোমার মায়িক বন্ধন, ক্লেশ, ত্রিতাপ চলে যাবে এমনভাবে সে তোমাকে guide করবে।

আজকে আমার সৌভাগ্য যে এত বেশী সংখ্যক উপস্থিত ভক্তগণের কাছে কৃষ্ণ কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। ভালো করে ভেবে দেখবেন জীবনে কৃষ্ণনাম আর কৃষ্ণ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত এ সংসার হতে উদ্ধার পাবার অন্য কোন রাস্তা নাই, রাস্তা নাই। ❑

'রাগমার্গে ভজনকারী সাধকের অভীষ্ট গোপীদেহ লাভ'

ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, প্রচারক গৌড়ীয় মিশন

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বললেন —

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ববিভাগ শ্লোক ১/১/৭৭,পৃঃ -১১)

প্রথমেই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বললেন—'অন্যাভিলাষিতা শূন্যং' (অন্যাভিলাষিতা কৃষ্ণভজন-সম্পাদন-বিরোধি যোষিৎ-সঙ্গাদিরূপা-দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা, তয়া শূন্যং বিহীনং), 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতং'(জ্ঞানমত্র নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানং, ন তু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ, কর্ম চ স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয়পরিচর্যাদি, তস্য অনুশীলনরূপত্বাৎ। 'আদি' শব্দেন, বৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ, তৈঃ 'অনাবৃতং'-অব্যবহিতং অপ্রতিহতং)। এরপর ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলেছেন—'আনুকূল্যেন' (আনুকূল্যমত্র ভজনোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ, প্রাতিকূল্যং তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং তস্য ভজনবিরোধাৎ) 'কৃষ্ণানুশীলনং' (কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবত শ্রীকৃষ্ণস্য, কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কায়বাঙ্মনসীয় তচ্চেষ্টারূপং প্রীতি বিষয়াত্মকং শৈথিল্য-পরিত্যাগপূর্বকং মুহুরেব তত্তৎকর্ম প্রবর্তনং) এব—উত্তমা ভক্তিঃ অনেন বৈধ-রাগানুগমার্গয়োঃ সাধক-সিদ্ধদশয়োরুভয়ত্রাপ্যস্যাঃ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং স্ফুটং কথিতম্।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৯/১৬৭ শ্লোকের প্রভুপাদের অনুভাষ্য টীকা পৃঃ-৭১৫)

শ্রীল গোস্বামীপাদ বললেন—এই উত্তমাভক্তি বৈধীভক্তি ও রাগমার্গ ভেদে দুইপ্রকার। ভক্তিমার্গের সাধকগণ এই দুই মার্গে সাধন করেন। প্রথমে বৈধী ভক্তির লক্ষণে বলা হল —

'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥'

(ভঃ রঃ সিন্ধু ১/২/৮)

অর্থাৎ সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করবে, কখনও তাকে বিস্মৃত হবে না—এটাই মুখ্যবিধি। শাস্ত্রে অপর যেসব বিধি-নিষেধ দেখা যায় তা সবই উক্ত স্মরণ-বিস্মরণের অধীন। বিষ্ণু স্মরণ না করে বা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে মানুষ সব শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধের দাস হন, কিন্তু তারা যদি সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, কখনই তাকে বিস্মৃত না হন, তাহলে তারা সব বিধি-নিষেধের বহির্ভূত হন।'—ইত্যাদি শাস্ত্রের শাসনে যারা শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাঙ্গ সবের অনুষ্ঠান করেন—তাকে বৈধী-ভক্তি বলা হয়।

তবে জানতে হবে, 'ভাবের আবির্ভাব পর্যন্তই বৈধীভক্তির অধিকার। আর ভাবাবির্ভাবের পর ভাবানুসারে বিধিমার্গ বা রাগমার্গ এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটা মার্গ অবলম্বন করা যেতে পারে।

রাগানুগভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

'নিজাভিমত ব্রজরাজনন্দনস্য সেবা প্রাপ্তিলোভেন যদি তানি ক্রিয়ন্তে—তদা রাগানুগাভক্তি।'—ভক্তের অভীষ্ট ব্রজরাজনন্দনে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাঁর নাম 'রাগ'—রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। যাঁরা নিজ অভিমত ব্রজরাজনন্দনের সেবা প্রাপ্তির লোভে রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীদের অনুগত হয়ে পূর্বোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করেন—সেই অনুষ্ঠানকেই রাগানুগাভক্তি বলা হয়।

বলা হয়েছে—'সাধকরূপে অর্থাৎ নিজের যথাবস্থিত দেহ দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তরে চিন্তিত অভীষ্ট ব্রজরাজনন্দনের সেবার উপযোগী সিদ্ধদেহ দ্বারা তদীয় প্রিয়বর্গ যে ব্রজবাসী, তাঁদের ভাবলাভের অভিলাষে তাঁদের অনুসরণ করে সেবা করতে হবে'।

স্বাভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমজনের স্মরণ সহকারে তৎকথায় অনুরক্ত হয়ে, সামর্থ্য থাকলে শরীর দ্বারা ও সামর্থ্য না থাকলে মানসে সদা ব্রজবাস করতে হবে।

বৈধ ভক্তির সাধনাঙ্গ সবই এই রাগানুগাভক্তিরত সাধনাঙ্গ বলেই জানতে হবে।

এইভাবে বৈধভক্তির সাধক রাগমার্গে উন্নীত হলে বা অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির পর প্রেম ভূমিকাতে উন্নীত হয়ে, যেভাবে সাক্ষাৎ নিজ অভীষ্টের প্রাপ্তি হয় তা রূপ গোস্বামী হরিপ্রিয়া প্রকরণে বলেছেন—

''তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ।
তদযোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ॥''

(উঃ নীঃ মঃ নায়িকা প্রকরণে ৪৯ শ্লোক)

অর্থাৎ যে সাধক (গোপীভাবে) রাগানুগ ভজনে লুব্ধচিত্ত হয়ে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তিনি উৎকণ্ঠানুসারে তার যোগ্য অনুরাগ সমূহে রাগানুগীয় প্রচুরতর আবেশ প্রাপ্ত হন।

এই শ্রেণীর সাধকভক্ত আবার দুই প্রকার—প্রাচীনা ও নবীনা। প্রাচীনাগণ অযৌথিকী নিত্য প্রিয়া গোপীদের সঙ্গে বহুদিন পূর্বেই সালোক্য প্রাপ্ত হয়েছেন। আর নবীনাগণ মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব ইত্যাদি যোনিতে জন্মান্তরে ব্রজমণ্ডলে জন্ম লাভ করেন।

'অনুরাগৌঘ' শব্দের অর্থ রাগানুগাভজন বিষয়িনী উৎকণ্ঠা। এখানে অনুরাগ শব্দে স্থায়িভাবরূপ অনুরাগকে বুঝায় না; কারণ সাধকদেহে সে অনুরাগের উৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই।

ব্রজভূমিতে গোপীরূপে জন্মলাভ বলতে অবতারকালে অর্থাৎ এই ভৌমপ্রপঞ্চে নরলীলাকালে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের ন্যায় গোপীগর্ভে আবির্ভূত হতে হবে, পরে নিত্যসিদ্ধা মহাভাববতী গোপীদের সঙ্গপ্রভাবে দর্শন, শ্রবণ ও কীর্তনাদির দ্বারা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্যন্ত সেই গোপীদেহেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। পূর্বজন্মে সাধকদেহে ঐ সব লক্ষণ উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ ব্রজে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের আসাধারণ লক্ষণ আছে জানিতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ''ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।'' (ভাঃ ১০।৩১।১৫) উক্ত হইয়াছে— ''গোপীদিগের গোবিন্দ দর্শনে 'পরমানন্দ উদিত' হয়। আর তাঁহার অদর্শনে এক এক ক্ষণ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শত শত যুগের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।'' ''তোমাকে না দেখিলে একটি মুহূর্ত্ত একটি যুগের তুল্য হয়।''— এইরূপ হওয়াই মহাভাবের লক্ষণ।

প্রেমভূমিকারূঢ় সাধকের দেহভঙ্গের পর অপ্রকট প্রকাশে গোলকীয় লীলায় গোপীগর্ভে জন্মব্যতিরেকেই গোপীদেহ প্রাপ্তি এবং সেই প্রাপ্ত গোপীদেহেই নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের সঙ্গে স্নেহাদি ভাব সকলের প্রাপ্তি,—এই কথা বলা হয় না কেন?

এরূপ বলতে পার না; কারণ, গোপীগৃহে জন্মব্যতিরেকে ''ইনি কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কাহার স্ত্রী''প্রভৃতি নরলীলার ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না।

তবে অপ্রকট প্রকাশেই গোপীগর্ভে জন্ম হয়, এরূপও বলা যায় না, কারণ প্রপঞ্চের অগোচরে যে বৃন্দাবনীয় প্রকাশ, তৎ সম্বন্ধে সাধকগণের ও প্রাপঞ্চিক লোক সকলের প্রবেশের অদর্শন দ্বারা এবং কেবল সিদ্ধগণের প্রবেশের দর্শন দ্বারা, উহার কেবল সিদ্ধভূমিত্বই জ্ঞাপিত হয় বলিয়া তথায় সাধন করিলেও স্নেহাদি ভাবসকল সত্বর লাভ হইতে পারে না। অতএব যোগমায়া কর্তৃক জাতপ্রেম ভক্ত সকল প্রপঞ্চগোচর বৃন্দাবন প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণাবতার কালে নীত হইয়া থাকেন।

এইরূপে তথায় উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভের পূর্বেই, স্নেহাদি ভাবের সিদ্ধির নিমিত্ত কর্মী প্রভৃতি সাধক ভক্তদিগের এবং সিদ্ধ ভক্তদিগের প্রবেশ দর্শন দ্বারা প্রকট প্রকাশের সাধকভূমিত্ব এবং অপ্রকট প্রকাশের সিদ্ধভূমিত্ব অনুভব করা যায়।

রাগমার্গীয় সাধকের দেহত্যাগের পর প্রকট প্রকাশে পুনরায় গোপজাতীয় সাধকদেহ লাভ না হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল পরম উৎকণ্ঠান্বিত ভক্তকে ভগবান কৃপা করে নিজ পরিকরবর্গের সঙ্গে নিজের দর্শন ও তার অভিলষিত সেবা একবার অন্তত দেন। এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদই দৃষ্টান্ত। ভগবান তাকে চিদানন্দময়ী গোপিকাতনু দেন। যোগমায়া ঐ শরীরকে বৃন্দাবনীয় প্রকট প্রকাশে কৃষ্ণপরিকরগণের প্রাদুর্ভাব সময়ে গোপীগর্ভ থেকে জন্ম দেন, এ সম্বন্ধে মুহূর্তমাত্রও কালবিলম্ব ঘটে না। কারণ প্রকটলীলারও বিরাম নেই, তা অলাতচক্রবৎ আবর্তিত হতেই থাকে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বললেন —

''সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন।।
'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয়।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৮১-৩৮২, ৩৮৫)

শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে বলেছেন—কৃষ্ণের লীলা—নিত্যপ্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ-জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত লীলা পর্যন্ত প্রকটিত হয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়ে, প্রথম ক্ষণান্তে দ্বিতীয়ক্ষণ আরম্ভ হলে প্রথমক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা অন্যব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এই রকম অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হয়ে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হয়ে অপ্রকট হচ্ছেন। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্য প্রকট্যানুভূতি না হলেও তাঁর লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালে নিত্য প্রাকট্যের নামই 'নিত্যলীলা'। কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্যলীলার প্রাকট্য ঘটে। সেই সময় অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এক সময়ে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য। চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল পুনরাবর্তিত হয়। এইজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন। গোলকের নিত্য বিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

ভাগবতামৃতকণাতে চক্রবর্তীপাদ বললেন—জীবের প্রতি কৃপা বিতরণার্থই প্রপঞ্চগোচর প্রকটলীলা। অপ্রকটলীলা প্রকটলীলার বিভূতি বা অনন্ত প্রকাশ। অপ্রকটলীলাতে অনন্তপ্রকাশে যুগপৎ বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা ও কৈশোর লীলা হয়ে থাকে। প্রকটলীলাতে কিন্তু তা হয় না। প্রকটলীলাতে একই প্রকাশে ক্রমান্বয়ে বাল্যাদিলীলাত্রয় সম্পাদিত হয়। বিশেষতঃ প্রকটলীলাতে ধাম থেকে ধামান্তরে গমনাগমন ও অসুর সংহারাদির দ্বারা ভূভারহরণ কার্য সাধিত হয়।

জন্ম থেকে মৌষলান্ত প্রত্যেক প্রকটলীলা ব্রহ্মাণ্ডসমূহে ক্রমে সেই ব্রহ্মাণ্ডবাসী ব্যক্তি সকলে দেখতে পায়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ডে বাল্যাদি লীলা সকল সমাপন করে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে পুনরায় ঐ সব লীলা প্রকট করেন। এইভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে লীলা হতে থাকে। যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা প্রকট হয়, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডের লোক সেই লীলা দর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ড কোটি সমূহের মধ্যে প্রত্যেক ভারতভূমিতে একটা করে বৃন্দাবন, একটা মথুরা, একটা দ্বারকা সেই ব্রহ্মাণ্ডবাসীরা দর্শন করেন। ঐ লীলার ভাব জ্যোতিশ্চক্রস্থ সূর্য একই সূর্য্যকিরণাবলীর ন্যায়। অর্থাৎ যেমন একটি জ্যোতিশ্চক্রস্থ একই সূর্য্য একটি বর্ষে পূর্বাহ্নাদি সমাপন করে, অন্য বর্ষে পূর্বাহ্ন প্রকাশ করেন, কোথাও বা প্রকাশ করেন না, সেইরকম শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে থেকেই প্রকট প্রকাশে এ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে-বাল্যাদিলীলা সমাপন করে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার

ঐ সকল লীলা প্রকাশ করেন, আবার কোন ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই প্রকাশ করেন না। প্রকটের প্রবাহরূপে বাল্যাদিলীলা নিত্য ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার হয়েছে কৃষ্ণের একপাদ বিস্তৃতি থেকে। এই সম্পর্কে লঘু ভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণের বিলাস' গোস্বামী বলেছেন এইভাবে —

এই পূর্বপক্ষের খণ্ডনমুখে যে আখ্যানটি
''একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ কহেন—'কোন ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?'
দ্বারী আসি ব্রহ্মারে পুছে আর বার॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
'কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্মুখ আইলা'॥
কৃষ্ণে জ্ঞানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা॥
কৃষ্ণ মান্য -পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
'কি লাগি' তোমার ইহাঁ আগমন হৈল?'।
ব্রহ্মা কহে —'তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন॥
'কোন্ ব্রহ্মা?' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে?'॥
শুনি' 'হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২১/৫৯-৬৬)

এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাদের দর্শনদানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিসরে জ্ঞাত করান।

অতএব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তলীলা বিলাসের ক্ষণে ক্ষণে অনন্ত পরিকর আবির্ভূত হন। তাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে ব্রহ্মাণ্ডে সেই সময় বৃন্দাবনীয় লীলার প্রকট হয়, 'সেই ব্রহ্মাণ্ডেই এই ভূমিতে সাধকের দেহভঙ্গের সমকালে পরিকর তনু লাভ হয়। আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব সব সময় আছে। অতএব মহানুরাগী সোৎকণ্ঠ ভক্তসাধক ভীত না হয়ে সুস্থির হয়ে ভজন করলে মঙ্গল হবেই। গুরুবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' গোপকুমারের কথা দ্বারা তা প্রমাণ করেন।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেউ ব্রাহ্মণাদি জীব মাত্রে— বিশেষতঃ বৈষ্ণবের সহজ অন্ন-জলাদি নিবেদন পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ নিবেদন ছাড়া ভগবানের প্রতি বিমুখতা বশতঃ কর্মীগণের ন্যায় তর্পন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করেন তাহলে তিনি পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। কারণ ভগবান অনন্য শরণাগত ভক্তগণের একমাত্র সেব্য তিনি মিশ্র দেবতাগণের (পঞ্চোপাসক) সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্য সেবকগণ নিত্য ভগবদ্ ধামে গমন করে নিত্য সেবালাভ করে থাকেন। বশিষ্ঠ সংহিতায় বলা হয়েছে—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম তথা পৈত্রং ন কুর্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

বিষ্ণু উপাসক গৃহস্থগণ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সংকল্প দৈব বা পৈত্র কর্ম কখনও করবেন না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যদি ঐকান্তিক গৃহস্থ বৈষ্ণবের পিত্রাদি তর্পন নিষিদ্ধ হলো তবে জগৎগুরু শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় গয়াতে গিয়ে পিণ্ডাদি প্রদান করে পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন কেন? শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু কেন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করেছিলেন? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করেন পরবর্ত্তী লোকগণও তার অনুগমন করেন। এই প্রশ্নের উত্তর গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তান্কৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥

(গীঃ ৩।২৬, ২৯)

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা করতে সমর্থ—এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁর কোন কর্ত্তব্য নেই তার কোন অলভ্য নেই যে তাঁর কর্ম করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে তিনি যা কর্ম করেন অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি বিশিষ্ট লোকদের সৎকর্মে আনবার জন্য।

কর্মীদের অধিকার এত অল্প যে, যদি তাদের নিকট কর্মের

অকর্মণ্যতা বলা হয়, তাহলে তারা উচ্ছৃঙ্খল অসৎকর্মে নিযুক্ত থেকে নষ্ট হয়ে পড়বে। তারা ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেও না উপরন্তু অধিক পাপকর্মে লিপ্ত থাকবে। এজন্য ভগবান নিজে সৎকর্ম আচরণ করে বহির্মুখ জীবদের ক্রম অধিকার শিক্ষা দিয়েছেন। মূঢ় ব্যক্তিরা নিজেদের প্রাকৃত বলে বোধ করেন এবং সংসারে মায়িক কর্মে নিযুক্ত থাকেন। ঐ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মন্দমতী জীবদের তত্ত্বজ্ঞ পুরুষরা কখনই বিচলিত করেন না। কিন্তু ঐ শিক্ষা ভক্তি অধিকারীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ভক্তগণ ভগবানের অতি প্রিয়। এজন্যই ভগবান গীতায় প্রিয়ভক্ত অর্জুনকে লক্ষ্য করে সমগ্র জগতকে শিক্ষা দিয়েছেন—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীঃ ১৮।৬৬)

গীতার চরম শিক্ষা এটি। সর্ব বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা। ঐ বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করতে কোন শোক করা উচিত নয় কারণ ভগবান তাঁর ভক্তের সমস্ত পাপ মোচন করে থাকেন। যদি শ্রদ্ধা দেখাতে হয় তবে ভগবানকে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। যদি নমস্কার করতে হয় তবে ভগবৎ স্বরূপকে প্রণাম করা উচিত।

ভগবানের কার্যের গূঢ় মর্ম একমাত্র শরণাগত ভক্তই বুঝতে পারেন। অপর সকলে মোহিত হয়ে পড়েন। এই সংসারে বিষ্ণুর অসুরমোহন রূপ একটি নিত্য কার্য আছে। ভোগী অসুর বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা কলিযুগে প্রচ্ছন্ন অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের পিতৃপিণ্ড শ্রাদ্ধাদি কার্যের গূঢ় রহস্য বুঝতে না পেরে—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেতশ্রাদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং আমাদের ঐরূপ পালন করা কর্ত্তব্য"—এরূপ বিবেচনা করে থাকে। বিষ্ণুবিরোধী লোকের স্বভাব এই যে—তারা যে কাজটি তাদের মনের মতো ইন্দ্রিতর্পনপর হবে সেই কাজটি অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়ে করে থাকেন। কিন্তু যেটি তাদের ইন্দ্রিয় তোষণে সহায়ক হবে না সে কাজটি গ্রহণ করতে নারাজ। যিনি স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান, যাঁর পিতামাতা আত্মীয়বর্গ (যশোদা, নন্দ মহারাজ) ব্রজের পরিকরগণ তাদের কি জড় জগতের লোকের মত মৃত্যু বা প্রেতযোনি লাভ হয়। অসুর প্রকৃতির লোকগণ ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হয়ে ভগবানের সম্বন্ধেও ঐরূপ কুরুচি সম্পন্ন বিচার অবলম্বন করে থাকে। পিণ্ডদান প্রসঙ্গে শ্রীঈশ্বর পুরীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থে কি বলেছিলেন আমরা শ্রবণ করবো—

"প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার ।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান॥

উপরিউক্ত বাক্যগুলির দ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখালেন যে সদগুরুর চরণে শরণাগতি ও বৈষ্ণবসেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা আমাদের প্রেম লাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলেছেন—

কাম ত্যজি, কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি,।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদমুনি শ্রীব্যাসদেবকে বলছেন, "যে যে ভোজনে লোকের যে যে রোগ জন্মে সেগুলি সেবনকালে কখনো ঐ রোগের উপশম হয় না। কিন্তু ঐ সকল রোগ জনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত মিশ্রিত করে খেলে সেই রোগ সেরে যায়। সেরূপ মানবগণের কাম্য কর্মসমূহ সংসার বন্ধনের কারণ কিন্তু ঐ সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত হলে ভগবৎ বিমুখতারূপ অহংবুদ্ধি নাশ হয়। এজন্য ঐকান্তিক ভক্তগণ পিত্রাদি তর্পন না করলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যম গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থিত বলে মহাপ্রসাদ নৈর্মাল্য দ্বারা পূর্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তি বিধান করেন।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট। তাঁরা জানেন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরটি জীবের উপাধি বিশেষ। জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করলেও মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করে না। সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগময় অসদ্‌বস্তু কামনা করে থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র কৃষ্ণসেবাবৃত্তি উদয় করিয়ে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করায়। এজন্যই বর্ণাশ্রম আশ্রিত ভক্তগণের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের নবম বিলাসে (৮৫-১০৪) সংখ্যা পর্যন্ত বৈষ্ণব শ্রাদ্ধবিধি উল্লেখিত আছে। শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য উক্ত গ্রন্থ সংকলিত হবার প্রায় ৫০-৬০ বছর পরে কর্মজড়স্মার্ত্তবাদীদের জন্য "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থটি বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিরোধীমূলে রচিত

হয়েছে। অনেকে শ্রীরঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখে উহা ভক্তগণের আচরণীয় বিষয় বলে যেন ভুল না করেন। ভগবান এরূপেই অসুরমোহন লীলা করেন। ভগবানের স্তব-স্তুতি করেও ভগবানের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়াস জগতে বহু হয়েছে ও হবে। সাধারণ লোকে এটা বুঝতে পারে না। কর্মজড়বাদীগণ ভগবানকে কর্মবশ মনে করেন। তারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না। এরূপ পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধিক্ তার কৃষ্ণ সেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥ (ক্রমশঃ)

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাতদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ, অধ্যক্ষ, গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থবিভাগ

গৌড়ীয় মিশনের প্রকটাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ সাতদিন ব্যাপি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক ক্লাস করেন। সকালের অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃত হইতে 'শ্রীরূপশিক্ষা' ও বিকেলের অধিবেশনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'শ্রীদশমূল শিক্ষা' বিস্তার পূর্বক আলোচনা করেন। উক্ত ক্লাসে মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ এবং গৃহস্থ ভক্তগণ যোগদান করেন।

শ্রীরূপ শিক্ষা

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ সংসার পরিত্যাগ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণাগত হলে মহাপ্রভু প্রয়াগে দশদিন যাবৎ শ্রীলরূপগোস্বামীকে লক্ষ্য করে জগত জীবের জন্য ভক্তিরসের কিছুকথা শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণবহির্মুখ জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে যারা তার মধ্যে সুকৃতিলব্ধ হবেন, তারা গুরুপদাশ্রয় করে ভক্তিবীজ লাভ করে কিভাবে শুদ্ধভক্তির সাধন করে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহন করে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম ফল লাভ করবেন তার একটা ক্রমপন্থায় দিগদর্শন দিয়েছেন মহাপ্রভু শ্রীলরূপগোস্বামীপাদকে। তাহাই রূপশিক্ষা নামে পরিচিত।

''ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

সৃষ্টির আদিতে স্বতন্ত্র সুখ বাসনাগ্রস্ত জীব কৃষ্ণবহির্মুখতা প্রাপ্ত হয়ে মায়ার কবলে পতিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে নিজকর্ম চক্রে উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করে।

চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মার সৃষ্টি একটি অণ্ডের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড। যার উপরে ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সাতটি এবং নীচে তল, অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাতটি মোট চোদ্দটি লোক বর্তমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ক্ষিতি, অপ, ত্যেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহংকার ও মহত্তত্ত্ব এই আটটি আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে যথাক্রমে বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ এবং সর্বশেষ গোলক বৃন্দাবন অবস্থিত। সেই গোলক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবালাভই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের একপাদ বিভূতির প্রকাশ। এরকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

কৃষ্ণভোলা জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে মায়ার দ্বারা নির্মিত দুইটি আবরণ লাভ করে। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তৈরী স্থূল শরীর ও মন, বুদ্ধি অহংকার নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর লাভ করে কর্মচক্রে পড়ে কখনো উপরে বা কখনো নীচে ভ্রমণ করছে। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, স্থলচর, জলচর আদি হইতে মানুষ জন্ম এইভাবে চুরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করছে।

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে কখনো কোন জীব যদি অজ্ঞাত কারণে কৃষ্ণ বা ত্বদীয় বস্তু সম্বন্ধীয় কিছু ভালো কাজ করে তবে সেই জীব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করে, সেই জীব ভাগ্যবান। কৃষ্ণের কৃপায় সেই সুকৃতিবান বা ভাগ্যবান জীব কৃষ্ণের কৃপামূর্তি শ্রীলগুরুদেবের কাছে এসে পৌঁছায়।

''গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥''

'তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযূত' অর্থাৎ গুরুদেবের অনুগমনে ও তাঁর কৃপায় গুরুদেব ভাগ্যবান জীবের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধারূপ বীজ যা থেকে ভক্তিলতার জন্ম হয় তা রোপণ করে দেন।

''মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥''
(চৈঃ চঃ ম।১৯।১৫২)

গুরুর আশ্রয়ে এসে সেই জীব যখন তার শুদ্ধ স্বরূপকে জানতে পারে তখন জড়জগতের যতপ্রকার অহংকারকে পাশে সরিয়ে রেখে সে সেই ভক্তিলতা বীজের মালী হয়ে যায়। কৃষ্ণের বাগানের সেবক হয় এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন রূপ জল দ্বারা সেই বীজে সেচন করে এবং বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ভক্তিলতায় পরিণত হয়।

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি, যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ।১৯।১৫৩)

গুরুপাদপদ্ম হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও তৎপরে সেই শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ জল পেয়ে ভক্তিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে প্রাকৃত মল বিধৌত কারিণী বিরজায় স্নান করে ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে 'পরব্যোম' ধামে উপনীত হয়। বিরজা ও ব্রহ্মলোকে ভক্তিলতার আশ্রয় উপযোগী বৃক্ষ না থাকায় বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম।

''তবে যায় তদুপরি 'গোলক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৪)

তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৫)

পরব্যোমের উপরে অবস্থিত গোলক বৃন্দাবন ধাম যেখানে পঞ্চমুখ্য রস (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রস) পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। তাই লতা পরব্যোম পার হয়ে এসে এখানে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষকে সর্বতোভাবে আশ্রয় লাভ করে। আর গুরুদেবের অনুশাসন মেনে মালী নিরন্তর নিরলস ভাবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সেবা জল সেচন করে, তাতে লতা বিস্তর শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে ফুল ফলে সুসজ্জিত হয়। কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলক প্রচেষ্টার পূর্ণাপ্তি হলো প্রেমফল। সাধকের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সেবোন্মুখ হয়ে যখন কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পণ পরতায় ডুবে যায় তখন যে আনন্দ লাভ হয় সেটাই প্রেমফল।

''যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিন্ডে, তার শুখি যায় পাতা ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬)

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম'' ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৭)

কৃষ্ণের নামরূপগুণ লীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন জলে ভক্তিলতা যখন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়ে ওপরের দিকে যায় সে সময় অপরাধ, নামাপরাধ এবং বৈষ্ণব অপরাধের যদি উদ্‌গম হয় তাহলে মত্ত হাতীর ন্যায় তা ভক্তিলতাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলে, লতা শুকিয়ে যায়। ভক্তি সাধক মালী সাবধান থাকবে যাতে অপরাধ না আসে। মালীর যদি নিরন্তরতা ও নিষ্কপটতা ভাব না থাকে তাহলে অপরাধের জন্ম হয়। *(ক্রমশঃ)*

গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি

সংগ্রাহক—বিচিত্রাঙ্গী দাসী, কলকাতা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে দশদিবস ব্যাপী ভক্তিরসতত্ত্বের এক বিন্দু ভক্তিরস লাভ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

''পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু' ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৭)

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন যুক্ত (ঊর্ধ্বে ভূলোক-ভুবর্লোক স্বর্গলোক- মহঃলোক- জনলোক- তপলোক-সত্যলোক এবং নিম্নে অতল-বিতল-সুতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল-পাতাল) এই মায়ার কারাগারে কৃষ্ণবহির্মুখ নিত্যবদ্ধজীব জন্ম-জন্মান্তর চক্রাকারে ভ্রমণ করে চলেছে। কৃষ্ণবহির্মুখতার ফলস্বরূপ জীবাত্মা স্থূল দেহ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয় ও পঞ্চমহাভূত) এবং সূক্ষ্ম শরীর (মন, বুদ্ধি ও অহংকার) দ্বারা বশীভূত হয়ে ভ্রমণ করে চলেছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বদ্ধজীবগণের মধ্যে অজ্ঞানক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা সাধিত হলে জীবের সুকৃতির উদয় হয়, বদ্ধাবস্থাযুক্ত সুকৃতিলব্ধ জীবের ভাগ্যোদয় হয়। সুকৃতিমান অনুগ্রহযোগ্য জীবের পরম শ্রেয়লাভের জন্য শ্রীভগবান নিজ-প্রিয়তম জন

মহান্ত-গুরুর নিকট প্রেরণ করেন। তখন শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণসেবারূপ ভক্তি দান করেন। গুরুদেবের আনুগত্যে, শ্রদ্ধায় ভক্তিলতা হৃদয়ে আবির্ভূত হয় এবং মায়িক জগতের উর্দ্ধে যাবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ভক্তিলতা বীজ-প্রদানই গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ। মালীস্বরূপে সেই বীজ সাধক নিজ হৃদয়ে রোপন করেন। বীজ রোপনের পরবর্তী সময়ে জল সেচনের দ্বারা বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। মালীর পরিচর্যায় বাগানে ফুল-ফলের সমারোহ হয়। মালীরূপ সেবক বা কৃষ্ণদাসের শ্রবণ কীর্তনরূপ জল সেচনে ভক্তিলতার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তিবৃদ্ধিতে লতারূপী ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে সর্বপ্রাকৃত গুণ বিধৌতকারিণী বিরজা, তা অতিক্রম করে জ্ঞানীগণের 'ব্রহ্মলোক', অতিক্রম করে 'পরব্যোম' ধাম লাভ করে। বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে গোলোক-বৃন্দাবন। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহন করে।

মালীরূপী সাধক নবধাভক্তির জল সেচন করতে করতে ভক্তিলতার আশ্রয়কে অবলম্বন করে বিস্তার লাভ করে। এই যে লতার বৃদ্ধি—ফুল, ফল প্রাপ্তি পর্যন্ত সাধকের সরলতা, নিষ্কপটমতি, নৈরন্তর্যমী সেবা, সেবাতে নিষ্কপটতার ভাব থাকে। গুরুদেব সেবার ভাণ্ডারী, তাঁর আনুগত্যে সেবাই কৃপা লীলা। 'প্রসাদ' অর্থে কৃপা। কৃষ্ণের কৃপা গুরুর মাধ্যমে কার্য করে। এই পর্যন্ত মালী ভক্তিলতাকে পালন করে চলে। মালীর সেবায় শিথিলতা ও কপটতা উপস্থিত হলে কর্মের বীজ, জ্ঞানের বীজ ও অপরাধের বীজের উদ্‌গম হয়। মত্ত হাতী যেমন মালীর সুসজ্জিত বাগানকে মূল থেকে উপড়ে ফেলে, তেমনি ভক্তিলতাও ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে। তখন বেড়া বা আবরণের প্রয়োজন হয়। অভক্ত সঙ্গ এবং অসৎসঙ্গ ক্রমে ক্রমে অপরাধরূপ মত্ত হস্তীর ন্যায় বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে সাধকের সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দশবিধ নামাপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ, সাধুনিন্দা, নামকীর্তনে অন্যমনস্কতা, বৈষ্ণবকে আঘাত করা, ক্রোধ করা—এগুলো ভজনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। প্রধান সেবক গুরুদেবের নিষ্কপট আনুগত্য এবং নিরলস আনুগত্যের প্রচেষ্টাই এই প্রতিকূলতাকে রুদ্ধ করতে পারে।

প্রকৃতলতার নিজ শাখা ব্যতীত একই আকারবিশিষ্ট অন্য লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে মূল ভক্তিলতিকার বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। এই 'উপশাখা' গুলো ভক্তির পথকে রুদ্ধ করে দেয়। কর্মফল ভোগের বাসনা, জ্ঞানলাভের বাসনা, সিদ্ধিপ্রাপ্তির বাসনা। এছাড়া বিভিন্ন নিষিদ্ধাচার—যে আচার দ্বারা ভক্তি লোপ পায়। কুটিলতা বা কপটতা, জীবহিংসা—প্রাণী মাত্রকে উদ্বেগ দান, ভজন রাজ্যে কাউকে হিংসা না করা, জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্য, সম্মান বা প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি। তাই প্রথমেই হরিভজনে বাধাদানকারী উপশাখার প্রাবল্য সমূলে বিনষ্ট করাই শ্রেয়। চতুর সাধক এই শিক্ষার মাধ্যমেই মূল ভক্তিলতিকার শাখা অপ্রাকৃত প্রেমফল লাভ করতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বজনপ্রীতি, মায়িক গুণে আবদ্ধ হয়ে স্বকেন্দ্রিকতা, পরিবার, সমাজ, দেশের প্রতি ভালবাসা এগুলো আমাদের দেহ বা জড়প্রীতি—এটাই বিকৃতরস। একমাত্র কৃষ্ণচরণে শুদ্ধভক্তিই সকলকে সমৃদ্ধশালী করে। গুরুর কৃপায় শ্রবণকীর্তন দিয়ে, যে চরণের সেবারস পান করে যায়—সেটাই কৃষ্ণপ্রেম। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চরম পুরুষার্থ জীবনের শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তি কিন্তু এতে পূর্ণানন্দ নেই। প্রেমানন্দ একটা সাগর। এই সেবারস প্রাপ্তিই জীবের পরম প্রাপ্তি—কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্যময়। শ্রবণ কীর্তন শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। অন্যাভিলাষশূন্য হয়ে প্রীতিপূর্বক সেবা, অপরাধ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা, সেবকের নিরলস নিষ্কপটতা, দুঃসঙ্গ বর্জন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির অনুকূলে ভজন—এইটাই প্রীতিপূর্বক সেবা। এই উত্তমা ভক্তির সাধকই পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারে। ❑

প্রচার প্রসঙ্গ

(শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের লণ্ডন ও আমেরিকায় প্রচার)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ গত ১৮ই এপ্রিল, ২০১৯ কলকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হতে আমেরিকার উদ্দেশ্যে শুভ যাত্রা করেন। ঐ দিন বোম্বে গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্বক ১৮ই এপ্রিল, ২০১৯ শেষ রাত্রে আমেরিকায় রওনা হন। ১৮শে এপ্রিল, ২০১৯ রাত্রি কালে রচেষ্টার এয়ারপোর্টে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ধর্মদাস প্রভু ও শ্রীপাদ নীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে মঠে নিয়ে

লণ্ডন শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগোস্বামী ঠাকুরের ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস

যান। তথায় গুরুআরতী করা হয়। ২০ই এপ্রিল পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সহিত স্থানীয় ভক্তজন সাক্ষাৎ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীসৌম্যরূপ ভট্টাচার্য, (Vice President Gaudiya Mission, USA) তথাকার মিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। 21 April শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারীর উদ্যোগে রচেষ্টারস্থিত Hindu Temple -এ বিকাল ৫ ঘটিকায় এক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শ্রীল গুরুদেব হিন্দী ভাষায় ভাগবতের শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৫০জন স্থানীয় ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ২২শে এপ্রিল, ২০১৯ শ্রীলগুরুদেব শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে Florida উদ্দেশ্যে রওনা হন। Fort Lourder dale Airport, -এ Mr. Swaraj Datta মহাশয় শ্রীল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে নিজ গৃহে নিয়ে যান। তথায় অবস্থান পূর্বক কয়েকদিন প্রচার করেন। ২৪শে এপ্রিল শ্রীরতন মজুমদারের গৃহে হরিনাম সংকীর্তন ও ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরতন বাবু ও তাঁর স্ত্রী সুপর্ণা দেবী দুজনেই ঐদিন হরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। ২৭শে এপ্রিল, ২০১৯ Hindu Bengali Community Centre এ সন্ধ্যায় একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব প্রায় ২ঘন্টা ব্যাপী ভাগবত কথা কীর্তন করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। পাঠের পূর্বে ও অন্তে অবস্থান পূর্বক হরিনাম সংকীর্তন করা হয়। তথায় ৮দিন শ্রীপ্রচার কার্য অন্তে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর রচেষ্টার মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 3rd May স্থানীয় ভক্ত মহেশ বর্মার বাড়ীতে সন্ধ্যায় শ্রীহরিনাম কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৫ই মে, রবিবার, ২০১৯ আমেরিকায় রচেষ্টার মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন মঠে প্রায় ৩০জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ নীল মাধব প্রভু এবং কানাডা হতে আগত উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ৭/৮ জন শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা কীর্তন ও ভোগ আরতির পর উপস্থিত সকল ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

৬ই মে, ২০১৯ শ্রীল গুরুদেব লণ্ডন শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। পরদিন ৭ই মে, ২০১৯, অক্ষয় তৃতীয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তথায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজন হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রায় শতাধিক ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১২ই মে, ২০১৯ Central London-স্থিত High Cubitte Community Centre Hall -এ Programme অনুষ্ঠিত হয়। তথায় প্রায় ১২৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। Mr. Bakul Shil, Mr. Jahar Shil আদি তিন ভাই -এর পরিচালনায় উক্ত Programme টি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেব তথায় House Programme করেন।

২৬শে মে, ২০১৯ লণ্ডন মঠে গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন বিকালে "Triptree Cresecnt Community Centre" এ ভাগবত পাঠ হরিনাম কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। East London স্থিত Sanatan Association র উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি হয়। Mr. Rabin Paul সম্পূর্ণ ভাবে সহায়তা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে শতাধিক ভক্ত হরিনাম সংকীর্তন ও ভাগবত কথা শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেন।

২৭শে মে, ২০১৯ Smt. Ishani Roy এর গৃহে ভাগবত পাঠ ও কীর্তন করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর London মঠে অবস্থানকালে ৪ জন হরিনাম ও ১ জন দীক্ষা পেয়ে মানব জন্ম সার্থক করেন।

৩০শে মে, ২০১৯ লন্ডন মঠ হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত লন্ডন মঠে প্রচার কার্যে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিদীপক দামোদর মহারাজ, শ্রীলক্ষ্মীপতি দাস ব্রহ্মচারীর সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পানিহাটী চিড়াদধি মহোৎসবে গৌড়ীয় মিশনের বুকষ্টল

চিড়াদধি মহোৎসবে পানিহাটী গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক আয়োজিত বুকষ্টলের একটি দৃশ্য

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১৬ই জুন, রবিবার, ২০১৯ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর দক্ষিণচক্র গ্রাম স্থিত সূর্যপুর নাচনগাছা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ প্রায় ১৪২ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। শিশু চিকিৎসক Dr. Akhil Bhoumik (B.H.M.S.,) ও Dr. P. Roy, Dr. Mahadev Mondal মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্রেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় যুবগোষ্ঠীর ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ১০০তম

শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণ সদনে অখিল লোকমঙ্গল বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ৩রা ভাদ্র ১৪২৬, মঙ্গলবার (ইং ২০শে আগষ্ট, ২০১৯) গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের সর্বপ্রথম তথা ৬০তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব এবং আগামী ২৫শে শ্রাবণ ১৪২৬, রবিবার (ইং ১১ই আগষ্ট, ২০১৯) হইতে ২৮শে ভাদ্র ১৪২৬, শনিবার (ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯) পর্য্যন্ত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত মহোৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত-পাবনী আবির্ভাবাদি-তিথিপূজা গৌরবিহিত সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতৎসঙ্গে আগামী ১৩-১৪ই আগষ্ট, ২০১৯ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত সম্মেলনে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিস্মরণ-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান করিলে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিতে না পারিলে এই ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ হয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব
১৭ই জুন বৃহস্পতিবার, ২০১৯

শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

১১ই আগষ্ট, রবিবার	—	পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ।
১২ই আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব। পূর্বাহ্ন ৯।৩৩মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
১৩-১৪ই আগষ্ট, মঙ্গল ও বুধবার	—	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান।
১৫ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাবতিথির ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাখী পূর্ণিমা।
২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬০তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব।
২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব।
২৪শে আগষ্ট, শনিবার	—	**শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস।** নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।*
২৫শে আগষ্ট, রবিবার	—	শ্রীশ্রীনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৮।১১ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণ। শ্রীযোগমায়া দেবীর আবির্ভাব।
২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	অজা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিবস পূর্বাহ্ন দি ৯।৩২ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের (১২৪ তম) বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব।
৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	—	**শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।**
৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার	—	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী। পূর্বাহ্ন ৯।৩ মিঃ মধ্যে **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ।** শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহারম্ভ।
৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার	—	পার্শ্বপরিবর্ত্তনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
১০ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	—	**শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত।** মধ্যাহ্নে শ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি।
১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৮১ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব।
১২ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী। নামচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।
১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার	—	শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহের-পূর্ণাপ্তি। মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব সমাপ্তি।

* জন্মাষ্টমী দিবসে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সকাল ৬টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া বাগবাজার স্ট্রীট্, বিধান সরণী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কালাকার স্ট্রীট্, রবীন্দ্র সরণী এবং গঙ্গাঘাট হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিঃ দ্রঃ— মহোৎসবের সেবানুকূল্য সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত ধনরাশি ইনকামট্যাক্স ৮০জি ধারায় করমুক্ত।

শ্রীউর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক
মথুরা–বৃন্দাবন ধাম পরিক্রেমণ ও গয়া, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, জয়পুর, করৌলি, নাথদ্বার আদি তীর্থসমূহ দর্শন

শ্রদ্ধালু ভক্তগণ,

এই বৎসর কার্ত্তিকমাসে উর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ২৪শে আশ্বিন, ১৪২৬ (ইং ১১ই অক্টোবর, ২০১৯) শুক্রবার হইতে ১৩ই কার্ত্তিক (ইং ৩১শে অক্টোবর, ২০১৯) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রায় ২১ দিন ব্যাপী উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদি যথা নৈমিষারণ্য, জয়পুর, করৌলি, নাথদ্বার, গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদি বিভিন্ন তীর্থ ও মথুরা বৃন্দাবন দর্শন পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত যাত্রা কলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বাসযোগে ১১ই অক্টোবর, ২০১৯ শুক্রবার শুভারম্ভ হইবে। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ, আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে উক্ত তীর্থসকল ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্তমান বাসভাড়া, বাড়ীভাড়া ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য থাকা, খাওয়া বা গাড়ী ভাড়া সহ সর্বসাকুল্যে ১৫,১০০/- (পনেরো হাজার একশত) টাকা প্রত্যেক যাত্রীপিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা বৃন্দাবন অথবা মথুরা হইতে পরিক্রমায় যোগদান করিবেন তাহাদের ১২,১০০/- (বারো হাজার একশত) টাকা জনপ্রতি জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক যাত্রী ভোটার কার্ড বা ID কার্ডের জেরক্স কপি এবং অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া শীঘ্র নাম নথিভুক্ত করিবেন।

নিবেদন ইতি ---সজ্জন কিঙ্করাভাস

যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৪৩০৭১০, ৯০৫১৭৮১৪৯৩

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী, (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

পরিক্রমা-পঞ্জী

11-10-2019,	শুক্রবার	ঃ সকাল ৭.৩০ টায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে (বাসযোগে) রওনা হয়ে গয়াতে রাত্রিবাস।
12-10-2019,	শনিবার	ঃ গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট, ফল্গুনদী, বুদ্ধগয়া দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
13-10-2019,	রবিবার	ঃ গয়া থেকে বেনারস যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
14-10-2019,	সোমবার	ঃ বেনারস দর্শন (কাশী বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, আদিকেশব, বিন্দুমাধব, চৈতন্যবট, সঙ্কটমোচন আদি দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
15-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ বেনারস থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা ও তথায় রাত্রিবস।
16-10-2019,	বুধবার	ঃ নৈমিষারণ্য দর্শন করে বৃন্দাবন যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
17-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ বৃন্দাবন থেকে করৌলীতে শ্রীমদনমোহন দর্শনান্তে জয়পুরে রাত্রিবাস।
18-10-2019,	শুক্রবার	ঃ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ জীউ, শ্রীরাধা দামোদর জীউ ও গলতা পাহাড় দর্শনান্তে নাথদ্বার যাত্রা (রাত্রিতে যাত্রা)।
19-10-2019,	শনিবার	ঃ নাথদ্বারে শ্রীনাথ জী দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
20-10-2019,	রবিবার	ঃ নাথদ্বার থেকে বৃন্দাবন যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
21-10-2019,	সোমবার	ঃ শ্রীল গোস্বামীপাদের ১ম বার্ষিক বিরহ তিথি উদ্‌যাপন ও শ্রীবৃন্দাবন স্থানীয় দর্শন।
22-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, আদিকেশব, বিশ্রাম ঘাট, ভূতেশ্বর মহাদেব, মধুবন, তালবন দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
23-10-2019,	বুধবার	ঃ গোকুল মহাবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, রাভেল, রমনরেতি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
24-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ বৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
25-10-2019,	শুক্রবার	ঃ নন্দগ্রাম, বর্ষানা, যাবট, সঙ্কেত, পাবন সরোবর, প্রেম সরোবর আদি দর্শন ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
26-10-2019,	শনিবার	ঃ মানসরোবর, বেলবন, ভাণ্ডীরবন, বংশীবট, চীরঘাট আদি দর্শন ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
27-10-2019,	রবিবার	ঃ গিরিরাজ পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ড মঠে দীপাবলী মহোৎসব ও তথায় রাত্রিবাস।
28-10-2019,	সোমবার	ঃ রাধাকুণ্ড মঠে অন্নকূট মহোৎসব উদ্‌যাপন ও রাত্রে এলাহাবাদ উদ্দেশ্যে রওনা ।
29-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ এলাহাবাদ-এ স্থানীয় দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
30-10-2019,	বুধবার	ঃ পাটনা উদ্দেশ্যে রওনা ও তথায় রাত্রিবাস।
31-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ পাটনা থেকে কোলকাতা প্রত্যাবর্তন।

—ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

এই সময় অল্প শীত পড়ে, এইজন্য হাল্কা গরম পোষাক, হাল্কা বিছানা, ঘটী, বাটী ও টর্চ সঙ্গে লইবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখিবেন। প্রতিবন্ধী, অতিবৃদ্ধ, অত্যাধিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইবে না। যাত্রাকালীন পরিচালক মণ্ডলীকে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রার্থনা। কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৪৩৩৪৩০৭১০ ফোনে যোগাযোগ করিতে প্রার্থনা।

বিঃ দ্রঃ—কার্য্যানুরোধে উপরোক্ত পরিক্রমা সূচী পরিবর্তনযোগ্য।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/07/2019

SRI BHAKTIPATRA

PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003,
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিনত্ব (৬) ভজনের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী, ১২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। হিন্দি (১) কিশোরী গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ

শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরাতন গ্রন্থসমূহে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org